ইঁদুর

ইদুর ধরে নিধন করুন
মাঠে ঘরে ধান ভরুন

ফ্যাক্ট শীটঃ পোকামাকড় ও মেরুদণ্ডী বালাই ব্যবস্থাপনা

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

ইদুর পরিচিতি

ইঁদুর স্তন্যপায়ী ক্ষতিকর মেরুদণ্ডী প্রাণী । বাংলাদেশের সর্বত্র এদের পাওয়া যায়। মাঠের ফসল ও গুদামজাত শস্য এদের আক্রমণের প্রধান স্থল । তবে খাদ্যে ও আশ্রয়ের সন্ধানে এরা আবাস স্থল পরিবর্তন করে। প্রজাতিভেদে ইঁদুরের জীবনকাল ভিন্ন । উপযুক্ত ও অনুকূল পরিবেশে একজোড়া প্রাপ্ত বয়স্ক ইঁদুর বছরে ২,০০০ বাচ্চা দিতে পারে। বাচ্চা প্রসবের পর ২ দিনের মধ্যে স্ত্রী ইঁদুর পুনরায় গর্ভ ধারণে সক্ষম হয়। এদের গর্ভধারণ কাল ১৮-২২ দিন। বছরে ৬-৮ বার বাচ্চা দেয়। প্রতি বারে ৪-১২টি বাচ্চা দিতে পারে। তিন মাসের মধ্যে বাচ্চাগুলো বড় হয়ে প্রজননে সক্ষম হয়।

ক্ষতির প্রকৃতি

- ইঁদুরের মুখের সম্মুখ ভাগের উপরের ও নিচের মাড়িতে এক জোড়া করে ক্রমবর্ধমান কর্তন দাঁত রয়েছে বিধায় এর বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের জন্য সর্বদা কাটার অভ্যাস বর্তমান।
- ধান ও গম ক্ষেতে এরা বেশি ক্ষতি করে থাকে। ধান গাছের কাণ্ড তেরছা (৪৫°) কোণে কেটে দেয়।
- মলমূত্র ও লোম ফেলে গুদাম জাত শস্যকে ব্যবহার অনুপযোগী করে ।
- ইঁদুর প্লেগ, টাইফয়েড, জন্ডিস, কিডনীর সংক্রমণ, কৃমি ও চর্ম রোগসহ প্রায় ৪০ প্রকারের রোগ ছড়ায়।

ধান গাছের কাণ্ড তেরছা কাট

মাঠের ইঁদুর

বড় কালো ইঁদুর

- নিম্ন ভূমিতে এদের আবাস ।
- এদের পায়ের পৃষ্ঠভাগ কালো লোম দ্বারা বেষ্টিত এবং নখগুলো মাটিতে গর্ত করার জন্য খুবই শক্ত ও ধারালো এবং পিছনের পায়ের দৈর্ঘ্য অন্য প্রজাতির ইঁদুর থেকে বেশি।

মাঠের বড় কালো ইঁদুর

কালো ইঁদুর

- এরা অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের হয়।
- লেজের উভয় পার্শ্ব (উপর ও নিচ) সমভাবে কালচে।
- উপরের চোয়ালের কর্তনদাঁত সামনের দিকে ছড়ানো বলে মাটিতে গর্ত করায় এরা পটু।

মাঠের কালো ইঁদুর

গুদামজাত শস্যের ইঁদুর

গেঁছো বা ঘরের ইঁদুর -

- এদের লেজ, মাথা ও শরীরের তুলনায় লম্বাটে।

গেঁছো বা ঘরের ইঁদুর

বাত্তি বা ন্যাংটি ইঁদুর

- এরা মূলত ঘরেই থাকে। আকারে সবচেয়ে ছোট।

বাত্তি বা ন্যাংটি ইঁদুর

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষনা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd

দমন ব্যবস্থাপনা

- জমির আইল ও আশপাশ আবর্জনা মুক্ত রাখা।
- আইল সরু (১৫ থেকে ২০ সেন্টিমিটার) রাখা।
- গর্ত খুড়ে ইঁদুর নিধন করা।
- গর্তে পানি অথবা মরিচের ধোঁয়া দিয়ে ইঁদুর বের করে মেরে ফেলা।
- ইঁদুরের গর্তের পাশে মূর্তি স্থাপন করা।
- বিভিন্ন প্রকারের ফাঁদ বাবহার করে ইঁদুর দমন করা।
- গাছের কাণ্ডে পিচ্ছিল ধাতব পাত পেচিয়ে ইদুঁরের গাছে উঠা প্রতিরোধ করা।
- জৈব দমন অর্থাৎ বিড়াল, সাপ, বেজি, পেঁচা, চিল ইত্যাদি সংরক্ষণের ব্যবস্হা করা।
- বিভিন্ন ধরনের ইঁদুরনাশক যেমন : একমাত্রা ও বহুমাত্রা বিষ টোপ, গ্যাস বড়ি ইত্যাদি সাবধানতার সাথে ব্যবহার করা।
- গুদামজাত শস্যের ক্ষেত্রে ফাঁদ ব্যবহার করে ইঁদুর জীবন্ত অবস্থায় ধরে মারা।
- গোলার শস্য মেঝেতে মাচা করে রাখা।
- ইঁদুর ধরার জন্য বিশেষ ধরনের আঠালো র‍্যাট গ্লু কাঠের উপর ব্যবহার করা।
- বড় গুদামে শস্য সংরক্ষণের পূর্বে গ্যাস-বাষ্প ব্যবহার করা।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষনা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd